প্রসপেক্টাস

স্কুল ভবন

সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ

সাভার সেনানিবাস, ঢাকা

Web : www.scpsc.edu.bd

বই উৎসব:২০২০

সভাপতি মহোদয়ের প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন

নার্সারি শ্রেণির শিক্ষার্থী বাছাইয়ের লটারি:২০২০

প্রতিষ্ঠান পরিচিতি

১। সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ যোগ্যতা, দক্ষতা ও আন্তরিকতায় জাতীয় পর্যায়ে একটি প্রতিনিধিত্বশীল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। শিক্ষক, অভিভাবক ও সকলের সম্মিলিত প্রয়াসের এ সাফল্যে আমরা আনন্দিত। আমাদের প্রত্যাশা অভ্রস্পর্শী, আমরা উন্নতির শীর্ষদেশ স্পর্শ করতে চাই।

২। সাভারের অনতিদূরে ঢাকা আরিচা মহাসড়কের দুই পাশে ১৭ একর জমির উপর এ বিদ্যায়তনের অবস্থান। সবুজ নিসর্গের সঙ্গে সমন্বিত সুরম্য ভবন, সুবিশাল খেলার মাঠ মনে কেবল নান্দনিক ভাবই সঞ্চার করে না, হৃদয়ের ঔদার্যও বাড়িয়ে দেয়। মহাসড়কের পূর্ব পাশে রয়েছে স্কুল শাখা এবং পশ্চিম পাশে কলেজ শাখা। প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা, ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সুসম্পর্ক, সহপাঠ কার্যক্রম, সব মিলিয়ে এটি একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সার্বিক ফলাফল ও উৎকর্ষের ভিত্তিতে এ প্রতিষ্ঠান ২০০৯ সালে সেনাবাহিনী প্রধান ট্রফি লাভ করার গৌরব অর্জন করেছে। ২০১০ সালে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের ফলাফলে এ প্রতিষ্ঠান এসএসসি পরীক্ষায় ১৪তম স্থান ও এইচএসসি পরীক্ষায় ১৮তম স্থান লাভ করার গৌরব অর্জন করেছে এবং বিগত বছরের ধারাবাহিকতায় ২০১৪ এবং ২০১৫ সালে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের ফলাফলে এ প্রতিষ্ঠান জেএসসি, এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষায় ঢাকা জেলায় প্রথম স্থান অর্জন করে।

৩। দক্ষ ও গতিশীল পরিচালনা পর্ষদের ব্যবস্থাপনা, নিষ্ঠাবান শিক্ষকমণ্ডলীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে জাতীয় শিক্ষা নির্দেশনার ভিত্তিতে কঠোর শৃঙ্খলা ও নিয়মনীতির কাঠামোর মধ্যে এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকমণ্ডলী মানসম্মত শিক্ষা প্রদানে অঙ্গীকারাবদ্ধ। বর্তমানে এ সুশৃঙ্খল প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৪,০২৫। স্কুল ও কলেজ মিলিয়ে ১৩৩ জন শিক্ষক ও ৮১ জন কর্মচারী রয়েছেন।

৪। **মেজর কাজী মুহাম্মদ আতিকুল হক,** জিএসও-২ (শিক্ষা), সদর দপ্তর ৯ পদাতিক ডিভিশন, এ প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও সচিবের দায়িত্ব পালন করছেন। স্কুল ও কলেজ শাখায় একজন করে উপাধ্যক্ষ অধ্যক্ষের সহযোগী হিসেবে রয়েছেন। গভর্নিং বডির সভাপতি হিসেবে রয়েছেন ৯ আর্টিলারি ব্রিগেডের কমান্ডার **ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ নূরুল আনোয়ার,** এনডিসি, এইচডিএমসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, জি। সর্বোপরি প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নয়ন ও কল্যাণে প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে রয়েছেন ৯ পদাতিক ডিভিশনের সম্মানীয় জেনারেল অফিসার কমান্ডিং ও এরিয়া কমান্ডার, সাভার এরিয়া, **মেজর জেনারেল মোঃ সাইফুল আবেদীন,** বিএসপি, এসজিপি, এনডিসি, পিএসসি।

৫। প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিশেষ ধরনের ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পর্ষদ রয়েছে। পরিচালনা পর্ষদের গঠন নিম্নরূপ :

কমান্ডার, ৯ আর্টিলারি ব্রিগেড, সাভার সেনানিবাস	সভাপতি
অধিনায়ক, সিএমএইচ, সাভার সেনানিবাস	অভিভাবক সদস্য
জিএসও-২ (শিক্ষা), সদর দপ্তর ৯ পদাতিক ডিভিশন	অভিভাবক সদস্য
একজন অভিভাবক প্রতিনিধি (স্কুল শাখা)	অভিভাবক সদস্য
একজন শিক্ষক (কলেজ শাখা)	শিক্ষক প্রতিনিধি
একজন শিক্ষক (স্কুল শাখা)	শিক্ষক প্রতিনিধি
অধ্যক্ষ	সদস্য সচিব

৬। **লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :** ছাত্র-ছাত্রীদের পরিশ্রুত চেতনায় সমৃদ্ধ বিবেকবান নাগরিক হয়ে দেশ ও জাতিকে প্রত্যাশিত গন্তব্যে এগিয়ে নেয়ার চৌকস মানুষ সৃষ্টির জন্য এ প্রতিষ্ঠান চারটি লক্ষ্য স্থির করেছে:

ক। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সিলেবাস অনুযায়ী উপযুক্ত পরিবেশে সর্বস্তরে পাঠদান।

খ। ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়া।

গ। ছাত্র-ছাত্রীদের আত্মপ্রত্যয়ী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে তাদের মানসিক দিগন্তের বিস্তার ঘটানো।

ঘ। ছাত্র-ছাত্রীদের আধুনিক বিশ্বের সাথে ছন্দ মিলিয়ে চলার জন্য চৌকস মানুষ হিসেবে গড়া।

৭। **লোগো :** পেছনের সাদা জমিন শুভ্রতার প্রতীক। খোলা পুস্তকের মাঝে বাংলা, ইংরেজি ও আরবি হরফ যা জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সংমিশ্রণ; তার পেছনে মশালের মাধ্যমে জ্ঞানের আলো ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া বোঝানো হয়েছে।

৮। **নীতিবাক্য: "জ্ঞানই আলো"**।

৯। **সংক্ষিপ্ত পটভূমি :** ১৯৭৭ সালের ০২ ফেব্রুয়ারি সাভার ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড স্কুল হিসেবে এ প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়। ঢাকা শিক্ষা বোর্ড ১৯৮০ সালের ০১ জানুয়ারি এ প্রতিষ্ঠানকে মাধ্যমিক বিদ্যালয় হিসেবে প্রথম স্বীকৃতি প্রদান করে। ১৯৮৭ সালে সাভার ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড স্কুলকে সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুলে উন্নীত করা হয়। ১৯৯২ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত এ প্রতিষ্ঠানটি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত হয়েছে। এরপর থেকে এ প্রতিষ্ঠানের সার্বিক দায়িত্বভার পাবলিক স্কুল ও কলেজ পরিচালনা পর্ষদের উপর ন্যস্ত হয়। ১৯৯৩ সালের ০১ জুলাই প্রতিষ্ঠানের কলেজ শাখার কার্যক্রম শুরু হয়।

১০। ক) শিক্ষার্থীদের পোশাক পরিচ্ছদ (বাংলা ভার্সন) :

নার্সারি হতে তৃতীয় শ্রেণি		চতুর্থ হতে দশম শ্রেণি	
ছাত্রদের পোশাক	ছাত্রীদের পোশাক	ছাত্রদের পোশাক	ছাত্রীদের পোশাক
গ্রীষ্মকালীন	**গ্রীষ্মকালীন**	**গ্রীষ্মকালীন**	**গ্রীষ্মকালীন**
১। পলিয়েস্টার কাপড়ের নেভি ব্লু হাফ প্যান্ট। ২টি ক্রস পকেট থাকবে। সামনের দিকে ডানে ও বামে ২টি করে টিকেন থাকবে। মোট ৬টি লুপ হবে। ২। সাদা হাফ শার্ট (৬৫X৩৫) টেট্রন কাপড়ের, ১ টি বুক পকেট (ইউনিয়ন টাইপ) থাকবে। পকেট সোজা কাটা থাকবে। শোল্ডার ফ্লাপ ও এপুলেট (Epaulet) থাকবে। ৩। কালো বেল্ট।	১। টেট্রন কাপড়ের (৬৫X৩৫) স্কাই ব্লু ফ্রক, পিছনে চেইন/বোতাম থাকবে, কলার থাকবে। হাঁটু পর্যন্ত লম্বা হবে। দেড় ইঞ্চি চওড়া একই কাপড়ের বেল্ট হবে। শোল্ডার ফ্লাপ ও এপুলেট (Epaulet) থাকবে। ২। সাদা হাফ প্যান্ট/সাদা সালোয়ার/সাদা দোপাট্টা। ৩। সাদা মোজা।	১। পলিয়েস্টার কাপড়ের নেভি ব্লু ফুল প্যান্ট। সোজা কাটা হবে। সামনের দিকে ডানে ও বামে ২টি করে টিকেন থাকবে। ২টি করে ক্রস পকেট হবে। ১টি ব্যাক পকেট ও ১টি করে বোতাম থাকবে। ব্যাক পকেটে কোন ফ্লাপ হবে না, মোট ৬টি লুপ থাকবে। পায়ের ঘের হবে প্রত্যেকের নিজের বৃদ্ধাঙ্গুলের মাথা থেকে ১ ইঞ্চি কম। ২। টেট্রন কাপড়ের সাদা হাফ শার্ট (৬৫X৩৫)। নার্সারি হতে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রদের মতো একই ডিজাইন হবে। ৩। কালো বেল্ট।	১। টেট্রন কাপড়ের (৬৫X৩৫) স্কাই ব্লু কামিজ পিছনে চেইন/বোতাম থাকবে, কলার থাকবে। হাঁটুর নিচে ৪ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হবে। হাফ হাতা হবে, হাতা কনুই থেকে ২ ইঞ্চি কম হবে। সাইড কাটা হবে। কাটা ১২ ইঞ্চি এর বেশি হবে না। দেড় ইঞ্চি চওড়া একই কাপড়ের বেল্ট হবে। শোল্ডার ফ্লাপ ও এপুলেট (Epaulet) থাকবে। ২। সাদা সালোয়ার। ৩। সাদা দোপাট্টা।
শীতকালীন	**শীতকালীন**	**শীতকালীন**	**শীতকালীন**
১। ফুল হাতা সাদা শার্ট। কাপড় ও ডিজাইন হাফ শার্টের মতো। ২। ভি গলা ফুল হাতা নেভি ব্লু সোয়েটার। ৩। ফুল প্যান্ট ৪। হাউস ভিত্তিক টাই।	গ্রীষ্মকালীন পোশাকের অতিরিক্ত: ১। ফুল হাতা নেভি ব্লু কার্ডিগ্যান।	১। ফুল হাতা সাদা শার্ট। কাপড় ও ডিজাইন হাফ শার্টের মতো। ২। ভি গলা ফুল হাতা নেভি ব্লু সোয়েটার। ৩। ফুল প্যান্ট ৪। হাউস ভিত্তিক টাই।	গ্রীষ্মকালীন পোশাকের অতিরিক্ত: ১। ফুল হাতা নেভি ব্লু কার্ডিগ্যান।

★ নার্সারি হতে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সাদা কেড্‌স ও সাদা মোজা।

★ শ্রেণি উল্লেখপূর্বক নিজ নিজ হাউস এর শোল্ডার ব্যাজ পরিধান করতে হবে।

★ প্রতিষ্ঠানের লোগো সম্বলিত মনোগ্রাম ছাত্ররা পকেটে এবং ছাত্রীরা বাম বাহুতে পরিধান করবে।

খ) শিক্ষার্থীদের পোশাক-পরিচ্ছদ (ইংরেজি ভার্সন) :

ছাত্রদের পোশাক	ছাত্রীদের পোশাক
১ম থেকে ৩য় শ্রেণি	**১ম থেকে ৩য় শ্রেণি**
গ্রীষ্মকালীন	**গ্রীষ্মকালীন**
১। অ্যাশ কালার হাফপ্যান্ট। ২। সাদা হাফ হাতা শার্ট। ৩। সাদা কেড্‌স ও সাদা মোজা।	১। অ্যাশ কালার স্কার্ট (টিউনিক)। ২। হাফ হাতা সাদা টপস (Tops) কলারসহ। ৩। সাদা কেড্‌স ও সাদা মোজা।
শীতকালীন	**শীতকালীন**
১। অ্যাশ কালার ফুলপ্যান্ট। ২। ফুল হাতা সাদা শার্ট এবং হাউস ভিত্তিক টাই। ৩। ভি-গলা ফুলহাতা মেরুন রং এর পুলওভার যাতে সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজের লোগো লাগানো থাকবে। ৪। সাদা কেড্‌স ও সাদা মোজা।	**গ্রীষ্মকালীন পোশাকের অতিরিক্ত:** ভি-গলা ফুলহাতা মেরুন রং এর পুলওভার যাতে সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজের লোগো লাগানো থাকবে।
৪র্থ থেকে ১০ম শ্রেণি	**৪র্থ থেকে ১০ম শ্রেণি**
গ্রীষ্মকালীন	**গ্রীষ্মকালীন**
১। অ্যাশ কালার ফুলপ্যান্ট। ২। সাদা হাফ হাতা শার্ট। ৩। সাদা কেড্‌স ও সাদা মোজা।	১। অ্যাশ কালার ফ্রক, শার্টের মত কলার। ২। সাদা সালোয়ার এবং ওড়না। ৩। সাদা কেড্‌স ও সাদা মোজা।
শীতকালীন	**শীতকালীন**
১। অ্যাশ কালার ফুলপ্যান্ট। ২। ফুল হাতা সাদা শার্ট এবং হাউস ভিত্তিক টাই। ৩। ভি-গলা ফুলহাতা মেরুন রং এর পুলওভার যাতে সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজের লোগো লাগানো থাকবে। ৪। সাদা কেড্‌স ও সাদা মোজা।	**গ্রীষ্মকালীন পোশাকের অতিরিক্ত:** ফুলহাতা মেরুন রং এর কার্ডিগান যাতে সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজের লোগো লাগানো থাকবে।
একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি	**একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি**
গ্রীষ্মকালীন	**গ্রীষ্মকালীন**
১। কালো ফুলপ্যান্ট। ২। সাদা হাফ হাতা শার্ট। ৩। কালো সু ও কালো মোজা।	১। সাদা কামিজ। ২। সাদা সালোয়ার এবং ওড়না। ৩। সাদা কেড্‌স ও সাদা মোজা।
শীতকালীন	**শীতকালীন**
১। কালো ফুলপ্যান্ট। ২। ফুল হাতা সাদা শার্ট এবং হাউস ভিত্তিক টাই। ৩। ভি-গলা ফুলহাতা মেরুন রং এর পুলওভার যাতে সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজের লোগো লাগানো থাকবে।	**গ্রীষ্মকালীন পোশাকের অতিরিক্ত:** ফুলহাতা মেরুন রং এর কার্ডিগান যাতে সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজের লোগো লাগানো থাকবে।

★ নার্সারি হতে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সাদা কেড্‌স ও সাদা মোজা।
★ শ্রেণি উল্লেখপূর্বক নিজ নিজ হাউস এর শোল্ডার ব্যাজ পরিধান করতে হবে।
★ প্রতিষ্ঠানের লোগো সম্বলিত মনোগ্রাম ছাত্ররা পকেটে এবং ছাত্রীরা বাম বাহুতে পরিধান করবে।

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের পোশাকের বিবরণ (বাংলা ভার্সন) :

ছাত্রদের পোশাক	ছাত্রীদের পোশাক
গ্রীষ্মকালীন	**গ্রীষ্মকালীন**
১। পলিয়েস্টার কাপড়ের নেভি ব্লু ফুল প্যান্ট। সোজা কাটা হবে। সামনের দিকে ডানে এবং বামে ২টি করে টিকেন থাকবে। ২টি করে পকেট হবে এবং ১টি করে টিকেন থাকবে। ১টি ব্যাক পকেট। ব্যাক পকেটে কোন ফ্ল্যাপ হবে না। মোট ৬টি লুপ হবে। পায়ের ঘের হবে প্রত্যেকের বৃদ্ধাঙ্গুলের মাথা থেকে ১ ইঞ্চি কম। ২। টেট্রন কাপড়ের (৬৫X৩৫) সাদা হাফ শার্ট। সাদা কাপড়ের শোল্ডার (দেড় ইঞ্চি চওড়া) ৩। সাদা কেড্স ও সাদা মোজা। ৪। কালো বেল্ট। ৫। পকেটে সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজের লোগো লাগানো থাকবে।	১। স্কাই ব্লু কামিজ (৬৫X৩৫) টেট্রন। পেছনে চেইন/বোতাম থাকবে, কলার থাকবে। লুস ফিটিং হবে। হাটুর নিচে ৪ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হবে। হাফ হাতা হবে। হাতা কনুই থেকে ২ ইঞ্চি কম হবে। সাইড কাটা হবে। কাটা ১৮ ইঞ্চির বেশি হবে না। দেড় ইঞ্চি চওড়া একই কাপড়ের বেল্ট হবে। ২। সাদা সালোয়ার। ৩। সাদা দোপাট্টা। ৪। সাদা কেড্স ও সাদা মোজা। ৫। বাম বাহুতে সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজের লোগো লাগানো থাকবে।
শীতকালীন	**শীতকালীন**
১। ফুল হাতা শার্ট। কাপড় ও ডিজাইন হাফ শার্টের মতো। ২। ফুল হাতা নেভি ব্লু সোয়েটার, ভি গলা হবে।	**গ্রীষ্মকালীন পোশাকের অতিরিক্ত:** ফুল হাতা নেভি ব্লু কার্ডিগ্যান।

*** শ্রেণি উল্লেখপূর্বক নিজ নিজ হাউস এর শোল্ডার ব্যাজ পরিধান করতে হবে**

১১। **চুলের ধরন :** ছাত্রদের চুল ছোট রাখতে হবে। চুলের দৈর্ঘ্য এক ইঞ্চির বেশি হবে না এবং তা কানের পাতা স্পর্শ করবে না, চিপ ছোট হবে। ছাত্রীদের চুল বাঁধা থাকবে। ছোট চুলের ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে সাদা ফিতা ও কালো ক্লিপ ব্যবহার করতে হবে। মেয়েদের চুল খোলা রাখা, চুলে পাম্প করা বা কোন প্রকার রং করা যাবে না।

১২। **শ্রেণি পরিসর :** প্রতিষ্ঠানে নার্সারি হতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে। স্কুল শাখায় নবম ও দশম শ্রেণিতে বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ রয়েছে। কলেজ শাখায় বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা–এ তিনটি বিভাগ রয়েছে। ২০০৪ সালে এ প্রতিষ্ঠানে ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে ইংরেজি ভার্সন চালু করা হয় এবং এ ধারাবাহিকতায় ২০১০ সালে প্রথম শ্রেণি থেকে ইংরেজি ভার্সন চালু করা হয়।

১৩। **শিক্ষাসহায়ক কার্যক্রম :** বিশ্বায়নের এ যুগে প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর যথাযথ প্রস্তুতির জন্য পাঠ্য কার্যক্রমের পাশাপাশি সহশিক্ষা কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত শিক্ষাসহায়ক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

ক। প্রতিষ্ঠানের সকল ছাত্র-ছাত্রীকে চারটি হাউসে বিভক্ত করে নানা রকম সহপাঠকার্যক্রম এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়। হাউসগুলো হলো - বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর, বীরশ্রেষ্ঠ ল্যান্স নায়েক মুন্সী আব্দুর রউফ, বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহী হামিদুর রহমান ও বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহী মোস্তফা কামাল।

খ। শ্রেণি পাঠদানের পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের সহশিক্ষা-কার্যক্রম হিসেবে উপস্থিত বক্তৃতা (বাংলা, ইংরেজি), বিতর্ক, আবৃত্তি, সংগীত, বিজ্ঞান ক্লাব এবং কম্পিউটার ক্লাবে নিয়মিত অনুশীলন ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে।

গ। অপেক্ষাকৃত দুর্বল ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ কোচিং এর মাধ্যমে ভাল ফলাফল অর্জনের জন্য শিক্ষাদান পদ্ধতি চালু রয়েছে।

ঘ। প্রতিষ্ঠানে উন্নত মানের দুইটি লাইব্রেরি রয়েছে। এতে ছাত্র-ছাত্রীরা অফ পিরিয়ডে বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই, দৈনিক/সাপ্তাহিক পত্রিকা, ম্যাগাজিন অধ্যয়ন এবং ক্লাস নোট প্রস্তুতির সুযোগ পায়।

ঙ। এখানে রয়েছে বিষয়ভিত্তিক আধুনিক বিজ্ঞানাগার যেখানে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীরা নিয়মিত অনুশীলন করে থাকে। এছাড়া কম্পিউটার বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে দক্ষ করে তোলার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানে রয়েছে দুইটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কম্পিউটার ল্যাবরেটরি। এতে ৭৩টি কম্পিউটার রয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীরা গ্রুপ ভিত্তিতে কম্পিউটার শিক্ষা বিষয় পড়ার এবং শেখার সুযোগ পায়।

চ। প্রতিষ্ঠানে রয়েছে উন্মুক্ত পরিবেশ ও বিশাল খেলার মাঠ। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে ছাত্র-ছাত্রীরা এখানে খেলাধুলা করার সুযোগ পায়। মাঠে খেলার জন্য রয়েছে ফুটবল, হ্যান্ডবল, ব্যাডমিন্টন, বাস্কেটবল, ভলিবল ও ক্রিকেট সরঞ্জামাদি। এছাড়া ক্লাসের অবসরে ছাত্র-ছাত্রীদের চিত্তবিনোদনের জন্য ইনডোর গেমস হিসেবে বিভিন্ন প্রকার খেলার সরঞ্জাম রয়েছে। যেমন-ক্যারম, দাবা, টেবিল টেনিস ইত্যাদি। ছোট সোনামনিদের জন্য রয়েছে আধুনিক খেলার সরঞ্জামাদি।

ছ। এ প্রতিষ্ঠানে স্কুল শাখার জন্য সুশৃঙ্খল ও সুগঠিত স্কাউটদল ও গার্ল গাইড দল রয়েছে। এছাড়া কলেজ শাখার জন্যও অনুরূপ বিএনসিসি দল রয়েছে। প্রতি বছর জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন কার্যক্রমে এ দলটি অংশগ্রহণ করে প্রতিষ্ঠানের জন্য সুনাম অর্জন করে আসছে।

জ। এ ছাড়াও বাৎসরিক বিভিন্ন জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠান যেমন: শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, নবীনবরণ, বিদায় অনুষ্ঠান, বনভোজন, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, মিলাদ মাহফিল, শিক্ষাসফর ইত্যাদি এখানে নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়।

১৪। **মতবিনিময় সভা :** শিক্ষক-ছাত্র-অভিভাবক সম্মিলিত প্রচেষ্টার সম্মিলনে শিক্ষার্থীদের প্রভূত উন্নতি সাধন করা সম্ভব। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রতিটি পার্বিক পরীক্ষার পর শিক্ষক-অভিভাবক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এর ফলে বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সমাধানকল্পে বিভিন্ন কার্যক্রম গৃহীত হয়। 'অভিভাবক দিবস' শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান উন্নয়নকল্পে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১৫। **ভর্তি পদ্ধতি :** নার্সারি শ্রেণিতে লটারি ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার মাধ্যমে এবং ১ম শ্রেণিতে (ইংরেজি ভার্সন), ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে মেধা অনুসারে ভর্তির সুযোগ রয়েছে। একাদশ শ্রেণিতে জিপিএ এর ভিত্তিতে মেধা অনুসারে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের নীতিমালার আলোকে ভর্তি কমিটি কর্তৃক বাছাইকৃত ছাত্র-ছাত্রীকে ভর্তির সুযোগ দেয়া হয়।

১৬। **ভর্তির আবেদনপত্র সংগ্রহ :** নির্ধারিত মূল্যের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠান কার্যালয় থেকে ভর্তি ফরম সংগ্রহপূর্বক যথারীতি পূরণ করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও ছবিসহ নির্ধারিত তারিখের মধ্যে অফিসে জমা দিতে হয়।

১৭। **ভর্তি ফরমের সাথে সংযুক্ত কাগজপত্র :**

ক) নার্সারি শ্রেণি :

১। ২ কপি পাসপোর্ট সাইজ রঙিন ছবি। ২। জন্মনিবন্ধন সনদপত্রের ফটোকপি।

খ) অন্যান্য শ্রেণি :

১। ২ কপি পাসপোর্ট সাইজ রঙিন ছবি। ২। জন্মনিবন্ধন সনদপত্রের ফটোকপি।
৩। পূর্ববর্তী স্কুলের রিপোর্ট কার্ডের ফটোকপি।
৪। পূর্ববর্তী স্কুলের ছাড়পত্র (ভর্তির জন্য নির্বাচিত হলে)

গ) কলেজ শাখা :

১। ৩ কপি পাসপোর্ট সাইজ রঙিন ছবি।
২। মাধ্যমিক পরীক্ষার মূল ট্রান্সক্রিপ্টের সত্যায়িত ফটোকপি/মূল ইন্টারনেট কপি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক সত্যায়িত।
৩। প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত প্রশংসাপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি।

ঘ) ভর্তির সময় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র :

১। মাধ্যমিক পরীক্ষার মূল ট্রান্সক্রিপ্ট (দুই কপি সত্যায়িত ফটোকপিসহ)
২। প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত প্রশংসাপত্রের মূল কপি।

১৮। **কলেজ শাখার বিভিন্ন বিভাগের বিষয়সমূহ :**

বাংলা, ইংরেজি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সকল বিভাগের আবশ্যিক বিষয়।

বিভাগ	"ক" গুচ্ছ (নৈর্বাচনিক)	"খ" গুচ্ছ (নৈর্বাচনিক/ঐচ্ছিক-৪র্থ)
বিজ্ঞান	৩টি বিষয় নিতে হবে।	যে কোন ১টি ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে নিতে হবে
	ক) পদার্থবিজ্ঞান খ) রসায়ন গ) গণিত/জীববিজ্ঞান	ক) গণিত খ) জীববিজ্ঞান
মানবিক	যে কোন ৩টি নৈর্বাচনিক বিষয়।	যে কোন ১টি ঐচ্ছিক (চতুর্থ) বিষয়
	ক) ইসলামের ইতিহাস খ) পৌরনীতি ও সুশাসন গ) অর্থনীতি ঘ) ভূগোল ঙ) যুক্তিবিদ্যা	ক) ইসলামের ইতিহাস খ) পৌরনীতি ও সুশাসন গ) অর্থনীতি ঘ) ভূগোল ঙ) যুক্তিবিদ্যা চ) মনোবিজ্ঞান
ব্যবসায় শিক্ষা	ক) হিসাববিজ্ঞান খ) ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা গ) ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বীমা	যে কোন ১টি ঐচ্ছিক (চতুর্থ) বিষয় হিসেবে নিতে হবে।
		ক) ভূগোল খ) পরিসংখ্যান গ) অর্থনীতি

১৯। **পরীক্ষা পদ্ধতি ও ফলাফল নিরূপণ :** মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড এবং ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজের জন্য নির্ধারিত সিলেবাস ও সময়সূচি অনুযায়ী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

২০। **পাস নম্বর :**

ক। নার্সারি হতে পঞ্চম শ্রেণির প্রতি বিষয়ের পাস নম্বর ৫০%।

খ। ষষ্ঠ হতে দশম শ্রেণির প্রতি বিষয়ের পাস নম্বর ৪৫%। শুধু দশম শ্রেণির নির্বাচনী পরীক্ষায় প্রতি বিষয়ে পাস নম্বর ৪০%।

গ। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির প্রতি বিষয়ের পাস নম্বর ৪০%।

ঘ। ৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ৯ম শ্রেণিতে বিজ্ঞান বিভাগ প্রাপ্তির শর্তাবলি :
প্রথম পর্ব পরীক্ষা থেকে ১০%, প্রাক-নির্বাচনী/দ্বিতীয় পর্ব পরীক্ষা থেকে ২০%, ১ম মডেল টেস্ট পরীক্ষা থেকে ৩০% এবং ২য় মডেল টেস্ট পরীক্ষা থেকে ৪০% নম্বর গ্রহণ করে মোট ১০০% বিবেচনা করা হবে। এক্ষেত্রে সৃজনশীল ও নৈর্ব্যক্তিক উভয় অংশে আলাদাভাবে কমপক্ষে ৫০% নম্বর পেতে হবে। তবে গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ে চূড়ান্ত হিসাবে পৃথকভাবে ৬৫% এর নিচে নম্বর পেলে উক্ত শিক্ষার্থী ৯ম শ্রেণিতে বিজ্ঞান বিভাগ পাওয়ার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে না।

২১। **ছাত্র-ছাত্রীদের বেতন প্রদানের নিয়মাবলি :**

ক। প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ জানুয়ারি, এপ্রিল, জুলাই ও অক্টোবর মাসের ১ম দিন হতে শেষ দিন পর্যন্ত ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ সাভার সেনানিবাস শাখার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের বেতন আদায় করা হয়।

খ। কোন ত্রৈমাসিকের বেতন ঐ মাসের নির্ধারিত দিনে পরিশোধ করতে না পারলে পরবর্তী ত্রৈমাসিকের বেতন পরিশোধের সময় ১৫০.০০ (একশত পঞ্চাশ) টাকা জরিমানাসহ বেতন দেওয়া যায়।

গ। কোন ছাত্র-ছাত্রী যদি একাধারে দু'টি ত্রৈমাসিক বেতন পরিশোধ না করে তাহলে তার ভর্তি বাতিল হিসেবে গণ্য করা হয় এবং পরবর্তী সময়ে তাকে সমুদয় মাসের বিলম্ব ফিসহ পুনঃভর্তি ফি দিয়ে নিয়মিত হতে হয়।

ঘ। ছাত্র-ছাত্রীদের বিনা কারণে অনুপস্থিত থাকার প্রবণতা রোধের উদ্দেশ্যে জরিমানার বিধান রয়েছে। এ জরিমানা বেতনের সাথে প্রদেয়।

ঙ। কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি উন্নতিকল্পে **কলেজিয়েট** (৮০% পর্যন্ত উপস্থিতি), **ননকলেজিয়েট** (৭৫% পর্যন্ত উপস্থিতি) এবং **ডিসকলেজিয়েট** (৬০% পর্যন্ত উপস্থিতি) পদ্ধতি চালু রয়েছে। যে কোন পর্ব পরীক্ষায় শুধু সকল বিষয়ে **কলেজিয়েট** ছাত্র-ছাত্রীরা অংশ গ্রহণ করতে পারে। **ননকলেজিয়েট** ও **ডিস কলেজিয়েট** ছাত্র-ছাত্রীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে, যৌক্তিকতা প্রমাণ সাপেক্ষে ও বিষয় শিক্ষকের সম্মতি বা তত্ত্বাবধানে পর্ব পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়। তবে **ননকলেজিয়েট** এর ক্ষেত্রে ২০০০/- টাকা ও **ডিসকলেজিয়েট** এর ক্ষেত্রে ৫০০০/- টাকা নিয়মিতকরণ ফি দিতে হয়। কোন ছাত্র-ছাত্রী ৬০% এর কম কোন বিষয়ের ক্লাসে উপস্থিত থাকলে তাকে পর্ব পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া হয় না।

২২। পাঠ্যক্রম ও পাঠ কার্যক্রম : এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের বিদ্যাশিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি ও অন্তর্নিহিত গুণাবলির সুষম বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাদান করা হয়। শিক্ষার মাধ্যম বাংলা হলেও এখানে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার প্রতি বিশেষ যত্ন নেয়া হয় এবং ইংরেজি ভার্সনের শাখায় ইংরেজিতে পাঠদান করা হয়। ঢাকা শিক্ষা বোর্ড এবং সেনাসদর, শিক্ষা পরিদপ্তর জেনারেল স্টাফ শাখা, ঢাকা সেনানিবাস কর্তৃক প্রণীত সিলেবাস অনুযায়ী নার্সারি হতে দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যক্রম তৈরি এবং পাঠ কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

২৩। বিশেষ সুযোগ-সুবিধা :

ক। ছাত্র-ছাত্রীদেরকে স্বাস্থ্যসচেতন করার জন্য বিভিন্ন কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কোন ছাত্র-ছাত্রী প্রতিষ্ঠানে এসে হঠাৎ অসুস্থ হলে তাকে প্রতিষ্ঠানের নিয়োগপ্রাপ্ত মেডিক্যাল অফিসারের মাধ্যমে চিকিৎসা প্রদান করা হয়। প্রয়োজনে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়।

খ। প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্যসম্মত খাবার সরবরাহের জন্য মানসম্পন্ন ক্যান্টিন রয়েছে যার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাত্যহিক খাবারের চাহিদা পূরণ হয়।

গ। দুর্বল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিশেষ কোচিং এর ব্যবস্থা রয়েছে।

২৪। প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-শৃঙ্খলা :

একজন আদর্শ শিক্ষার্থীর পরিচয় কেবল তার ভাল ফলাফলেই নয় বরং সামগ্রিক আচার-আচরণ ও নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলার উপরও নির্ভর করে। তাই প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে নিম্নোক্ত আচরণবিধি অবশ্যই মেনে চলতে হবে।

ক। নিয়মিত এ্যাসেম্বলিতে অংশগ্রহণ করতে হবে।

খ। প্রতিষ্ঠানের নির্দেশনা অনুসারে পোশাক পরিধান করতে হবে। পোশাক-পরিচ্ছদ সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে।

গ। প্রতিষ্ঠানপ্রদত্ত পরিচয়পত্র দৃশ্যমান স্থানে ঝুলিয়ে রাখতে হবে।

ঘ। প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের প্রতি যথাযথ সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে।

ঙ। অনুমতি ব্যতীত ছুটির পূর্বে ক্যাম্পাস ত্যাগ করা যাবে না।

চ। কোনরূপ উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করা যাবে না।

ছ। প্রতিষ্ঠানের কোন সম্পদ কোন ছাত্র-ছাত্রী নষ্ট করলে তার জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

জ। সিলেবাস বহির্ভূত কোন বইপত্র, পোস্টার, ভিউকার্ড, সিডি, ক্যাসেট ইত্যাদি সঙ্গে আনা বা রাখা যাবে না।

ঝ। ক্যাম্পাসে মোবাইল ফোন ব্যবহার কিংবা বহন করা যাবে না।

ঞ। ক্লাস চলাকালীন কোন ছাত্র-ছাত্রী বারান্দা, ক্যান্টিন বা লাইব্রেরিতে অবস্থান করতে পারবে না।

ট। দাঁত, নখ পরিষ্কার রাখতে হবে। প্রতিদিন জুতা পালিশ/পরিষ্কার করে আসতে হবে।

ঠ। সিনিয়র ছাত্র-ছাত্রীরা জুনিয়র ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে দায়িত্বশীল আচরণ করবে এবং জুনিয়র ছাত্রছাত্রীরা সিনিয়র ছাত্র-ছাত্রীদের যথাযথ সম্মান করবে।

ড। ছুটি ভোগ করার পূর্বে দরখাস্তের মাধ্যমে তা অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে।

২৫। বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল :

ক। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় প্রাপ্ত বৃত্তির ফলাফল : (২০১৮-২০১৯)

সাল	পরীক্ষার্থী	বৃত্তির ফলাফল			
		ট্যালেন্টপুল	সাধারণ	মোট	পাসের হার
২০১৮	২৬৬	২৬	০১	২৭	১০০%
২০১৯	২২০	৩৩	০২	৩৫	১০০%

খ। জেএসসি পরীক্ষায় প্রাপ্ত বৃত্তির ফলাফল : (২০১৮-২০১৯)

সাল	পরীক্ষার্থী	বৃত্তির ফলাফল			
		ট্যালেন্টপুল	সাধারণ	মোট	পাসের হার
২০১৮	২৩২	৩৯	৪৩	৮২	১০০%
২০১৯	২৪২	৪১	৩৬	৭৭	১০০%

গ। এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল : (২০১৯-২০২০)

সাল	বিভাগ	পরীক্ষার্থী	প্রাপ্ত জিপিএ অনুযায়ী পাসের সংখ্যা								
			এ+	এ	এ-	বি	সি	ডি	এফ	মোট পাস	পাসের হার
২০১৯	বিজ্ঞান	১৫২	১০৮	৪৪	-	-	-	-	-	১৫২	১০০%
	ব্যবসায় শিক্ষা	১৮	০২	১৪	০২	-	-	-	-	১৮	১০০%
মোট =		১৭০	১১০	৫৮	০২	-	-	-	-	১৭০	১০০%
২০২০	বিজ্ঞান	১৫৬	১০৯	৪৭	-	-	-	-	-	১৫৬	১০০%
	ব্যবসায় শিক্ষা	৩০	০২	২৬	০২	-	-	-	-	৩০	১০০%
মোট =		১৮৬	১১১	৭৩	০২	-	-	-	-	১৮৬	১০০%

ঘ। এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল : (২০১৮-২০১৯)

সাল	বিভাগ	পরীক্ষার্থী	প্রাপ্ত জিপিএ অনুযায়ী পাসের সংখ্যা								
			এ+	এ	এ-	বি	সি	ডি	এফ	মোট পাস	পাসের হার
২০১৮	বিজ্ঞান	৩১৯	৬৫	২১১	৩৯	০২	-	-	০২	৩১৭	৯৯.৩৭%
	মানবিক	১০৭	০৭	৭৬	১৯	০৪	০১	-	-	১০৭	১০০%
	ব্যবসায় শিক্ষা	৯১	০৫	৬২	২০	০৪	-	-	-	৯১	১০০%
মোট=		৫১৭	৭৭	৩৪৯	৭৮	১০	০১	-	০২	৫১৫	৯৯.৬১%
২০১৯	বিজ্ঞান	৩৪০	১০৫	২১৩	২২	-	-	-	-	৩৪০	১০০%
	মানবিক	১১০	১১	৬৮	২৭	০৩	-	-	০১	১০৯	৯৯.০৯%
	ব্যবসায় শিক্ষা	১২৯	২৯	৭৭	২০	০২	০১	-		১২৯	১০০ %
মোট=		৫৭৯	১৪৫	৩৫৮	৬৯	০৫	০১		০১	৫৭৮	৯৯.৮২%

বিএনসিসির ক্যাডেটদের কুচকাওয়াজ প্রদর্শন

নবীনবরণ:২০১৯

শুদ্ধসুরে জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতা:২০২০ এ
ঢাকা বিভাগের চ্যাম্পিয়ন দল (কলেজ শাখা)

বিজয় দিবস:২০১৯ উদ্‌যাপন

শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস:২০২০ এ প্রভাতফেরির দৃশ্য

ইন্ডিয়ান আর্মি এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন ডেলিগেশনের আগমন উপলক্ষে
প্রতিষ্ঠান পরিবেশিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

আন্তঃহাউস বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা:২০২০ এর একটি রোমাঞ্চকর মুহূর্ত

আন্তঃহাউস বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা:২০২০ এ "যেমন খুশি তেমন সাজ"এর প্রতিযোগীরা

আন্তঃহাউস বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা:২০২০ এ ডিসপ্লের একাংশ

কলেজ ভবন